লক্ষ্মীর চরিত্র

সমগ্র বাঙ্ময়কে উচ্ছিষ্টকারী সংস্কৃত গদ্যসাহিত্য জগতের রাজাধিরাজ সার্বভৌম কবি বাণভট্ট বিরচিত লোকপ্রসিদ্ধ কাদম্বরী নামক কথাজাতীয় গদ্যকাব্যের অন্তর্গত শুকনাসোপদেশ নামক অংশে সৌভাগ্যদেবী লক্ষ্মীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও স্বরূপ উজ্জয়িনীর রাজা তারাপীড়ের পুত্র চন্দ্রাপীড়ের যুবরাজ পদে অভিষেকের পূর্বে পিতৃতুল্য প্রাজ্ঞ মহামন্ত্রী শুকনাস যেভাবে উদ্ঘাটন করেছেন তা নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে।

কোনও আদর্শ রাজার সর্বপ্রথম লক্ষ্মীদেবীর দুর্গুণগুলির প্রতি সজাগ দৃষ্টি স্থাপন করা প্রয়োজন। ভীষণ চঞ্চলা লক্ষ্মী খুব কষ্টে লব্ধ হয় এবং বহু যত্নের সঙ্গে পালন করতে হয়। নিষ্ঠুরতা বোঝাতে ইনি বীরযোদ্ধাদের তরবারির প্রান্তভাগে বিরাজ করেন। সমুদ্রমন্থনের সময়ে ক্ষীরসমুদ্র থেকে একই সঙ্গে লক্ষ্মীদেবী, পারিজাত, চন্দ্র, উচ্চৈঃশ্রবা, কালকূট নামক গরল, মদ্য ও কৌস্তুভমণি উঠেছিল। একই সঙ্গে অবস্থানের কারণে লক্ষ্মীদেবী যেন পারিজাতবৃক্ষ থেকে অনুরাগ, চন্দ্র থেকে অতিবক্রতা, উচ্চৈঃশ্রবা থেকে চাঞ্চল্য, কালকূট গরল থেকে মোহনশক্তি, মদ্য থেকে মাদকতা এবং কৌস্তুভমণি থেকে অতিনিষ্ঠুরতা গ্রহণপূর্বক আবির্ভূত হয়েছেন। তাই কবি বলেছেন – 'ইয়ং হি সুভটখড্গামণ্ডলোৎপলবনবিভ্রমভ্রমরী লক্ষ্মীঃ ক্ষীরসাগরাৎ পারিজাতপল্লবেভ্যো রাগম্, ইন্দুশকলাদেকান্তবক্রতাম্, ঊচ্চৈঃশ্রবসশ্চঞ্চলতাং কালকূটান্ মোহশক্তিম্, মদিরায়া মদম্, কৌস্তুভমণেরতিনৈষ্ঠুর্যম্ ইত্যেতানি সহবাসপরিচয়বশাদ্বিরহবিনোদচিহ্নানি গৃহীত্বেবোদ্গতা'।

ইনি এতই নিষ্ঠুর যে বহু চেষ্টা করেও ধরে রাখা যায় না। ইনি কাউকে সমাদর করেন না। চঞ্চল লক্ষ্মী ভ্রমরীর ন্যায় এক রাজার থেকে অন্য রাজার প্রতি প্রস্থান করেন। ব্যক্তির স্বভাব, রূপ, দক্ষতা বিদ্যা, কুল, বংশমর্যাদা, কোন কিছুই বিবেচনা করেন না। ইনি গঙ্গাজলের ন্যায় চঞ্চলগতিসম্পন্না, পাতালস্থিত গুহার ন্যায় তমোগুণময়ী এবং বিদ্যুৎ এর ন্যায় ক্ষণস্থায়ী।

ইন্দ্রজাল দেখাতে দেখাতে এই লক্ষ্মী পৃথিবীতে নিজের বিরুদ্ধধর্মিস্বভাব প্রকটিত করেন। যেমন – অমৃতের সহোদরা হয়েও তিনি বিষতুল্য, সমুদ্রজাত হয়েও সকলের ধনাকাঙ্ক্ষা বাড়ান, ভগবান বিষ্ণুর প্রিয়তমা হয়েও দুষ্টলোকেরাই তাঁর প্রিয়তর হয়, দেহধারী

হয়েও তিনি অদৃশ্য, উন্নতিসাধন করেও নীচতার জন্ম দেন। শিবস্বরূপা হয়েও তিনি সর্বত্র অমঙ্গল ছড়ান, বলবৃদ্ধি ঘটিয়েও স্বভাবে তিনি লঘুতা ও চাপল্য আনেন। এই লক্ষ্মীর আবির্ভাবেই মানুষ সদ্গুণ হারিয়ে মোহাচ্ছন্ন হৃদয়ে নানা কুকর্মে লিপ্ত হন। বেদাদি শাস্ত্রজ্ঞানের দ্বারা উদ্ভাসিত স্বচ্ছদৃষ্টির আচ্ছাদনকারী রোগের ন্যায় সজ্জনদের সদাচারণ বিনষ্ট করতে বেতের লাঠির ন্যায়, ধর্মাচরণকারী চন্দ্রমণ্ডলের পক্ষে রাহুর জিহ্বার ন্যায় এই লক্ষ্মী। শুধু তাই নয়, যাবতীয় শুভবুদ্ধিকে গ্রাস করে সকলের চিত্তকে কলুষিত করেন, মানুষের আচরণে কপটতা, অসৌজন্যভাব, হীনতা, ঔদ্ধত্য ইত্যাদির প্রকাশ ঘটান। চিত্রার্পিত করে, পাথরের ওপর খোদাই করে, কাঠ মাটি ধাতু প্রভৃতির দ্বারা মূর্তি নির্মাণ করে অথবা ধ্যান-অর্চনা করেও তাঁর চাপল্য দূর করা যায় না। কবির ভাষায় – ‘ন হি তং পশ্যামি। যো হ্যপরিচিতয়ানয়া ন নির্ভরমুগূঢ়ঃ, যো বা ন বিপ্রলব্ধঃ। (যতো হি) নিয়তমিয়মালেখ্যগতাপি চলতি। পুস্তময্যপি ইন্দ্রজালমাচরতি। উৎকীর্ণাপি বিপ্রলভতে শ্রুতাপি অভিসন্ধত্তে। চিন্তিতাপি বঞ্চয়তি’।

তাঁর প্রভাবে কুকর্মে লিপ্ত রাজারা প্রতিদিন একটু একটু করে অধঃপতিত অর্থাৎ মৃত্যুমখে পতিত হন। সেইজন্য মহামন্ত্রী শুকনাস চন্দ্রাপীড়কে লক্ষ্মীদেবীর চারিত্রিকস্বভাব বিষয়ে সজাগ করেছেন উপদেশদানের মাধ্যমে যেহেতু উপদেশের পাত্র যেমন দুর্লভ, তার থেকেও দুঃখজনক হল গুণবানের স্খলন।

এভাবে মহাকবি বাণভট্ট তাঁর গ্রন্থে অসামান্য নৈপুণ্যবলে লক্ষ্মীর চারিত্রিকবৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন এবং একই সঙ্গে তিনি তাঁর বাস্তবধর্মিতার পরিচয়ও দিয়েছেন।